**আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৩ উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

 ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, রবিবার, ২৮ আশ্বিন  ১৪২০, ১৩ অক্টোবর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জাতিসংঘের International Strategy for Disaster Reduction কর্তৃক দিবসটির এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘‘Living with Disability and Disasters"  বা ‘‘প্রতিবন্ধীদের সাথে রাখব, দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ব''।

সাধারণত একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনে যে কাজগুলো করতে পারেন, প্রতিবন্ধীরা সেসব কাজ সেভাবে করতে পারেন না। একারণেই প্রতিবন্ধীরা দুর্যোগকালে অন্যদের চেয়ে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হন। দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ততা তাই অপরিহার্য।

ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসা অর্জন করেছে। এখন আমাদের প্রয়োজন এ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং এটাকে আরও টেকসই করা।

তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজটি অত্যন্ত জটিল ও বহুমাত্রিক। এ জন্য দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রতিবন্ধীসহ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ জরুরি।

বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছর বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন, ভূমিধ্বস, পাহাড়ধ্বস, ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়।

এর সাথে যোগ হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব। ফলে দুর্যোগের সংখ্যা এবং এর ভয়বহতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য হল প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে জনগণের, বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং তাঁদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ইতোমধ্যে আমরা ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২' এবং ‘ঘূণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১' প্রণয়ন 'করেছি।

গত মেয়াদে ১৯৯৭ সালে আমরা প্রথমবারের মত দেশে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী প্রণয়ন করেছিলাম। বর্তমানে তা আরও সময়োপযোগী করে ‘দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী, ২০১০' জারি করা হয়েছে।

এতে জাতীয় পর্যায়ে থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পর্কিত সকল দায়-দায়িত্ব এবং করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে।

আমরা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ প্রণয়ন করেছি। দুর্যোগে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সার্ক দেশসমূহের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান ও সহযোগিতার জন্য এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্য পরিচালনার জন্য আমরা ইতোমধ্যে ৬৩ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেছি। আরও ১৫৯ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়াও নগর দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ন, কন্টিনজেন্সি প্ল্যান তৈরি, কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরি ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ,

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আমরা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে দুর্যোগে আগাম সতর্কবার্তা সরাসরি জনসাধারণের নিকট পৌঁছানোর জন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বার্তা প্রচারের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া যে কোন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য সতর্ক সংকেত, নদ-নদীর পানির অবস্থা ও নদী বন্দরে জন্য সতর্ক সংকেত সম্পর্কিত তথ্য জানা যাচ্ছে।

SMS এর মাধ্যমে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সঙ্কেত এবং দুর্যোগে করণীয় বিষয়ে মোবাইল ফোনে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট বার্তা প্রেরণ করা যাচ্ছে।

১৯৭০ সালে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রলঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ৩ লাখ মানুষ মারা গিয়েছিলেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন নির্বাচনী প্রচারণা বাদ দিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন বিপন্ন মানুষের কাছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই তিনি আন্তর্জাতিক রেডক্রস সংস্থার সহায়তায় ক্ষুদ্র পরিসরে গড়ে তোলেন ঘূর্ণিঝড় প্রস্ত্ততি কর্মসূচি বা সিপিপি। সেই সিপিপি'র বর্তমান স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা ৫০ হাজার।

বর্তমান সরকার আরও ৫টি উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করেছে। উপকূলবাসীকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আগাম সতর্ক সঙ্কেত জানানো, তাঁদের জানমাল রক্ষায় সিপিপি এখন বিশ্বে মডেল হিসেবে স্বীকৃত।

সাইক্লোন ‘‘মহাসেন'' এর সময় স্থানীয় প্রশাসন ও সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকসহ অন্যান্যদের সহযোগিতায় প্রায় ১১ লাখ লোককে সাইক্লোন শেল্টারে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে সাম্প্রতিক দুর্যোগে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির অনেকটাই কমেছে। তবে আমাদের এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের মোট জনসংখ্যার বড় একটি অংশ কোন না কোন প্রতিবন্ধীতায় ভুগছেন। এদের আবার প্রায় শতকরা ৬ থেকে ৭ ভাগই শিশু। শিশুরাই যে কোন দুর্যোগের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে।

আমি আশা করব বাবামায়ের সাথে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষও নিজ সন্তানের মত প্রতিবন্ধীদের সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে যেকোন দুর্যোগে তাদের সুরক্ষা প্রদান করবেন।

আমাদের সংবিধানের ২৭, ২৮ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম-সুযোগ, সম-অংশগ্রহণ ও সমঅধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে।

আমরা ‘বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১' পাশ করেছি। স্ট্যান্ডিং অর্ডারস্ অন ডিজাস্টার-২০১০ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ তেও প্রতিবন্ধীদের অধিকার রক্ষার্থে করণীয় বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে প্রতিবন্ধিতা আর অক্ষমতা এক নয়। প্রতিবন্ধিতা একটি বিশেষ অবস্থা মাত্র। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, পরামর্শ এবং কিছু সহায়ক কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে সক্ষম করে গড়ে তোলা সম্ভব।

নতুন যেসব ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে সেসব নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার নিজস্ব তহবিলে র‌্যাম্প সুবিধাযুক্ত ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে।

চলতি বছর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় টর্ণেডোর কারণে টিনে কাটা পড়ে আহত ও পঙ্গু ব্যক্তিদের জন্য এখন সেখানে পাকাদালান ঘর তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে।

দুর্যোগ প্রস্ত্ততি ও পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত করার বিষয়টি সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সমাজের সকল নারী-পুরুষকে সমান দায়িত্ব নিতে হবে। দুর্যোগে একজন প্রতিবন্ধীকে ভিকটিম হিসেবে না দেখে দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণের বিষয়টির উপর জোর দিতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

সবকিছুর উপরে আমাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে। আমরা সে লক্ষ্যে কাজ করছি।

আপনারা জানেন, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্বেও বর্তমান সরকারের সুষ্ঠু সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের গড় প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপর। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে ১০৪৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। মূল্যস্ফীতির হার কমে হয়েছে ৭%।

২০০৫ সালে দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত। এখন তা ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমরা সাউথ-সাউথ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি।

আমরা প্রায় ২১ হাজার কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করেছি। ঢাকা তিনটি এবং চট্টগ্রামে একটি বড় ফ্লাইওভার উদ্বোধন করা হয়েছে।

সারাদেশে অসংখ্যা ছোটবড় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। গ্রামের মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায়।

ইনশাআল্লাহ, আপনাদের সাহায্য-সমর্থন পেলে ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত, আধুনিক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। আমরা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব। আসুন আমরা সবাই সে লক্ষ্যে কাজ করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।